যুগান্তর

তারিখ 24 JUN 2007
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৫

টিআইবি'র জরিপ রিপোর্ট

বরিশাল অঞ্চলে মাধ্যমিক শিক্ষায় চলছে সীমাহীন দুর্নীতি অনিয়ম

বরিশাল ব্যুরো

বরিশাল অঞ্চলের মাধ্যমিক শিক্ষায় সীমাহীন অনিয়ম-দুর্নীতি ধরা পড়েছে। এখানকার শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বিভিন্ন উপায়ে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো। এর একাংশও অবশ্য রাষ্ট্রীয় কোষাগারে যাচ্ছে না। ভাগ-বাটোয়ারা হচ্ছে শিক্ষক-কর্মচারীদের মধ্যে।

মাধ্যমিক শিক্ষায় দুর্নীতির এই ভয়াবহ চিত্র প্রকাশ করেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের সহযোগী সংগঠন সচেতন নাগরিক কমিটি। সংগঠন পরিচালিত ৩ মাসব্যাপী এক জরিপ কার্যক্রমের ফলাফল হিসেবে এ চিত্র প্রকাশ করা হয়। রিপোর্ট প্রকাশ উপলক্ষে শনিবার সংস্থার বরিশাল কার্যালয়ে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন কমিটির জেলা আহ্বায়ক ইসমাইল হোসেন নেগাবান। জরিপের ফলাফল উপস্থাপন করেন বরিশাল জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট মানবেন্দ্র বটব্যাল। উপস্থিত সুধীজনের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন কমিটির সদস্য নূরজাহান বেগম এবং টিআইবি কর্মকর্তা মুজতবা মাহবুব মোর্শেদ ও মাহফুজুল আলম।

গবেষণার ফলাফলে বলা হয়, সরকারি বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থীকে প্রতি বছর বেতন বাবদ গড়ে ৩৬২ টাকা দিতে হয়। এর ২০৮ টাকাই অতিরিক্ত। একইভাবে বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোতে গড় বেতন বাবদ দিতে হয় ৫৯০ টাকা। সরকার মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক করলেও নানা শিরোনামে চলে অর্থ আদায়। মাসিক বেতন, পরীক্ষার ফি, টিফিনসহ বিভিন্ন খাতে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করা হলেও এর যথাযথ রসিদ দেয়া হয় না। সবচেয়ে বেশি দুর্নীতি হয় উপবৃত্তির ক্ষেত্রে। সরকারি সুবিধার এ অর্থ পেতে মাথাপিছু ৬৮ টাকা করে উৎকোচ দিতে হয় শিক্ষার্থীদের। এ উৎকোচ গ্রহণের জন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ৩৪ ভাগ দায়ী। জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রেও বিদ্যালয়গুলোতে চলছে ঘুষ-দুর্নীতি। শতকরা ৮৩ জন বৃত্তি পরীক্ষার্থী অভিযোগ করেছে, পরীক্ষায় অংশ নিতে তাদের ঘুষ দিতে হয়েছে। একইভাবে এসএসসি পরীক্ষার ব্যবহারিক বিষয়ে অংশ নিতে শতকরা ৭৫ জন পরীক্ষার্থীকেই অতিরিক্ত ফি বাবদ গড়ে ২১৮ টাকা দিতে হয়েছে বিদ্যালয়কে। এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণের ক্ষেত্রে মাথাপিছু গড়ে ৭৫৫ টাকা অতিরিক্ত দিতে হলেও এর বিনিময়ে কোন রসিদ প্রদান করা হয়নি। শতকরা ৪১ জন শিক্ষার্থী বলেছে, প্রাইভেট পড়লে শিক্ষকরা পরীক্ষার প্রশ্ন বলে দেয়। ২৫ ভাগ ছাত্রছাত্রী বলেছে, নিজ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাছে প্রাইভেট না পড়লে পরীক্ষায় কম নম্বর দেয়াসহ বিভিন্ন রকম বিরূপ আচরণের শিকার হতে হয়।

শহর এবং গ্রামাঞ্চলের ৫০টি এলাকার ৩৮২টি পরিবারের মধ্যে ওই গবেষণা চালানো হয় বলে সভায় জানানো হয়।